ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭
জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

যুগ সমস্যার সমাধানে সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মুফতি মুহাম্মাদ সাআদ হাসান*

Necessity and importance of Collective Ijtihad in solving problems of the current Age

ABSTRACT

In striving for perfection in knowledge and science and facing the challenges of a changing world, man continues to face different issues and challenges. Among the new issues surfacing are those which are not subject to any rulings from the Quran-Sunnah. In light of the fluidity and utility of Islam, there is a strong need for dealing of such issues in light of the rulings of the Shariah. The methodology of collective ijtihad is a strong way to deal with such issues. The article introduces the concept of ijtihad and discusses its necessity, introduction to the available institutions capable of performing collective ijtihad and a discussion of their roles. To bring into context, the discussion includes introduction to the concept of fatwa, and the relationship of fatwa with collective ijtihad. The article clearly proves that collective ijtihad is important in dealing with new issues and in providing solutions to old issues in light of changing trends in the modern world.

Keywords: Fatwa; ijtihad; Collective ijtihad; Fiqh academy

সারসংক্ষেপ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও জীবনের গতি ধারার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মানুষ প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। জীবনযাত্রায় যুক্ত হচ্ছে এমন সব বিষয়, কুরআন-সুন্নাহে সরাসরি যে সম্পর্কে কোন বিধান বর্ণিত হয়নি। ইসলামের গতিশীলতা ও উপযোগিতার প্রশ্নে এসব বিষয়ের শরয়ী নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সম্মিলিত ইজতিহাদ এসব অধুনিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের অন্যতম মাধ্যম। আলোচ্য প্রবন্ধে সম্মিলিত ইজতিহাদের পরিচিতি, এর প্রয়োজনীয়তা, বর্তমান সময়ে সম্মিলিত ইজতিহাদের দায়িত্ব পালনকারী বিভিন্ন সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক হিসেবে ফাতওয়ার পরিচয়, ফাতওয়ার সাথে সম্মিলিত ইজতিহাদের সম্পর্কও তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে নতুন নতুন বিষয়ের বিধান নির্ধারণ ও পুরাতন অনেক বিষয়ের স্বরূপ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তার বিধানে নতুন নতুন ধারা সংযোজনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মূলশব্দ: ফাতওয়া; ইজতিহাদ; সম্মিলিত ইজতিহাদ; ফিকহ একাডেমি।

* শিক্ষক, জামিআ মাহমুদিয়া, দেশীপাড়া, গাজীপুর।

ভূমিকা

ইসলামের দৃষ্টিতে ফাত্ওয়া প্রদান অত্যন্ত গুরুতর ও স্পর্শকাতর একটি বিষয়। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবয়ে তাবেয়ীন, উম্মতের আয়িম্মায় মুজতাহিদীন ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলিমগণ ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের কাছে কেউ ফাত্ওয়া জানতে আসলে তারা প্রশ্নকারীকে যথাসম্ভব অন্যের দারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিতেন। কেননা ফাতওয়া প্রদানের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল-এর পক্ষ হতে প্রতিনিধিত্ব করা। এ কারণে ফিকহ শাস্ত্রবিশারদগণ বলেছেন: (المفتي موقع عن الله سبحانه و تعالى) একজন মুফতী প্রকৃত অর্থে আল্লাহর পক্ষ হতে স্বাক্ষরকারী।[১]

আব্দুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

> لقد أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأنصار إن كان أحدهم ليسأل عن المسألة فيردها إلى غيره فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول.
>
> আমি একশত বিশ জন আনসার সাহাবাকে পেয়েছি যাদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হতো। তখন তাদের একজন অপর জনের নিকট যেতে বলতেন। এমনকি এক পর্যায়ে প্রশ্নকারী প্রথম ব্যক্তির কাছেই ফিরে আসতো।[২]

ইমাম আবূ হানীফা রহ, থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

> لولا الفرق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا يكون له المهنأ وعلي الوزر
>
> যদি আমার এই ভয় না হতো যে, ইলম নষ্ট হয়ে যাবে আর এজন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাকে জবাবদিহিতা করতে হবে, তাহলে আমি কাউকে ফাতওয়া প্রদান করতাম না। কেননা এই ফাত্ওয়ার সুফল প্রশ্নকারী ভোগ করবে আর এর দায়ভার আমাকে বহন করতে হবে।[৩]

১. শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নাভাভী, *আল-মাজমু শারহে মুহাযযাব* (জিদ্দা: মাকতাবাতুল ইরশাদ, তারিখবিহীন), ভূমিকা অংশ।

২. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ* (কায়রো: দারু ইবনুল জাওযী, ১৯৯৬খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৪১২

৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫০

ইমাম মালিক রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, যখন তাকে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হতো, তখন মনে হতো তিনি যেন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন।[৪]

আশ'আছ রহ. মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন রহ. -এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন, যখন তাকে ফিক্হ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে অর্থাৎ হালাল হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো, তখন তার রং এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে যেত যে, তাঁকে চেনাই যেত না।[৫]

আতা ইবনুস সাইব রহ. বর্ণনা করেন, এমন কিছু ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যখন তাদের কাউকে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হতো, তখন তারা প্রকম্পিত অবস্থায় এর উত্তর প্রদান করতেন।[৬]

সম্মিলিত ইজতিহাদ ফাত্ওয়া প্রদানের মাধ্যমসমূহের একটি। কেননা অনেক সময় ফাতওয়া তলবকারীর প্রতিউত্তরে কয়েকজন মুফতী একত্রিত হয়ে ফাতওয়া প্রদান করেন। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক বিষয়ের শরয়ী বিধান তথা ফাতওয়া নির্ধারণে সম্মিলিত ইজতিহাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অত্র প্রবন্ধে সম্মিলিত ইজতিহাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ইজতিহাদ

ইজতিহাদ (اجتهاد) শব্দটি جهد মূলধাতু থেকে নির্গত। جهد শব্দটির জীম (ج) বর্ণের উপর যবর দিয়ে জাহদুন (جَهد) অর্থ কষ্ট, পরিশ্রম, চেষ্টা। পক্ষান্তরে উক্ত বর্ণের উপর পেশ দিয়ে জুহদুন (جُهد) অর্থ শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা। কোন ব্যক্তি বিশেষ কিছু অন্বেষণ করতে পূর্ণ চেষ্টা ব্যয় করলে বলা হয়- جهد في الأمر جهدا। একইভাবে বলা হয়: اجتهد في الأمر "সে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় পূর্ণরূপে অর্জন করতে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করল।"

ইজতিহাদ (اجتهاد) শব্দের মাঝে (تاء) তা বর্ণ সংযুক্ত হওয়া ভীষণ কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার প্রতি ইঙ্গিত করে। তাই ইজতিহাদ শব্দটি সর্বদা পূর্ণ মনোযোগ ও কঠিন পরিশ্রম করে কোন বিষয় অর্জন করার অর্থে ব্যবহার হয়। এ কারণেই ইজতিহাদ শব্দটি কেবল সেখানেই ব্যবহার হয়, যেখানে কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করতে হয়। এ কারণে বলা হয়: (اجتهد في حمل الرحا) "চাকি (জাঁতা) উঠানোর জন্য সে প্রাণান্ত চেষ্টা ব্যয় করল।" এ কথা বলা শুদ্ধ নয় যে, (اجتهد في حمل النواة) খেজুরের আটি উঠানোর জন্য সে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করল।[৭]

৪. মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, *উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু* (বৈরূত: দারুল কালাম, ২০১৪খ্রি.), পৃ. ১৬
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৭. দ্র. ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৭খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৩৫; ইবন ফারিস, *মুজামু মাকাঈসুল লুগাহ* (বৈরূত: দারুল জাইল, ১৯৯১খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪৮৬; আল-ফাইয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর* (বৈরূত: মাকতাবাতু লিবনান, ১৯৮৭খ্রি.) পৃ. ১০১

অতএব, কথা ও কাজের মাধ্যমে সাধ্যের সবটুকু শ্রম ব্যয় করাকে আভিধানিক অর্থে ইজতিহাদ বলে।

পরিভাষায় ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ ইজতিহাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। এগুলোর শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের মূল অর্থ প্রায় কাছাকাছি। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

১. আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. [৭৯০-৮৬১ হি] বলেন:

بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقليا كان أم نقليا، قطعيا كان أم ظنيا.

ফকীহ কর্তৃক শরয়ী বিধান আহরণের জন্য সামর্থ্য ব্যয় করা। সে বিধান যুক্তিনির্ভর বা বর্ণনাভিত্তিক, অকাট্য বা ধারণামূলক যাই হোক।[৮]

২. আল্লামা আমিদী রহ. [৫৫১-৬৩১ হি.]-এর ভাষায়:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس بالعجز عن المزيد فيه.

শরয়ী বিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য এমনভাবে নিজের সামর্থ্য ব্যয় করা যে, এর চেয়ে বেশি শ্রম ব্যয় করতে আত্মা অক্ষম হয়ে যায়।[৯]

৩. আল্লামা তুফী [মৃ. ৭১৬হি.] ইজতিহাদের সংজ্ঞা এভাবে করেছেন:

بذل الجهد في تعريف الحكم الشرعي

শরয়ী হুকুম জানার জন্য শ্রম-সাধনা ব্যয় করা।[১০]

ইজতিহাদ সম্পর্কে লক্ষণীয় দুটি বিষয়:

এক: শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. [১২৬৩-১৩২৮খ্রি.] এ ব্যাপারে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন যে, ইজতিহাদ মৌলিক ও শাখাগত উভয় বিষয়ে হতে পারে। তিনি বলেন: "পূর্বসূরী ও ইমামদের মাঝে কেউই দীনের মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করেননি। বরং দীনকে মৌলিক ও শাখাগত এ দুই ভাগে বিভক্ত করার বিষয়টি সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগে ছিলই না। সাহাবা, তাবেয়ীন ও পূর্বসূরীদের মাঝে কেউই এ কথা বলেননি যে, মুজতাহিদ যদি তার সম্পূর্ণ সামর্থ্য

৮. কামাল ইবনুল হুমাম, *আত-তাহরীর ফী উসূলিল ফিকহ* (মিসর: মাতবায়াতে মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, তারিখবিহীন) পৃ. ৫২৩
৯. সাইফুদ্দীন আল-আমিদী, *আল ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১১খ্রি.) খ. ৪, পৃ. ৩৯৬
১০. নজমুদ্দীন আল-তুফী, *শরহু মুখতাসারির রাওযাহ* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৭খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৭৬

সত্য অন্বেষণের জন্য ব্যয় করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে; না দীনের মৌলিক বিষয়ে আর না শাখাগত বিষয়ে। বরং তারা উবাইদুলস্নাহ আল-আনবারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: (كل مجتهد مصيب) "প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত"। অর্থাৎ তিনি গুনাহগার হবেন না। এটাই ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ীসহ অধিকাংশ ইমামদের মত।[১১]

দুই: আল্লামা তুফী ইজতিহাদকে পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। পূর্ণাঙ্গ ইজতিহাদ বলতে যেখানে আর বেশি সামর্থ্য ব্যয় সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে অপূর্ণাঙ্গ ইজতিহাদ হলো, কোন বিধান জানার জন্য সাধারণ গবেষণা করা। অবস্থার ভিন্নতার কারণে তার স্তরেও ভিন্নতা আসতে পারে।[১২]

এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, অপূর্ণাঙ্গ ইজতিহাদও আল্লাহর নিকট গ্রহণীয়। আল্লামা তুফী রহ. তার উপরোক্ত কথার মাধ্যমে এ বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে, দীর্ঘ গবেষণা, ধৈর্য্য, প্রচেষ্টা ও দৃঢ়তার দিক থেকে মুজতাহিদদের স্তরের ব্যবধান হয়ে থাকে। এ কারণে মুজতাহিদের উপর এটা আবশ্যক নয় যে, সকল বিষয়ের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। যেমনটি তিনি এ ব্যাপারে বাধ্য নন যে, তাকে এ মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হবে। কেননা এটা তার সাধ্যের বাইরে। তাছাড়া অনেক সময় মাসআলা জটিল হয় এবং তার ইল্লত (কার্যকারণ) অস্পষ্ট হয়। আর এ ব্যাপারে ইজমা কায়েম হয়েছে যে, মুজতাহিদ কখনো কখনো ভুল করতে পারে। তিনি বিধান অন্বেষণের ক্ষেত্রে সঠিক; যদিও কাঙ্ক্ষিত মাসআলার সঠিক সমাধানে পৌঁছতে ভুলের স্বীকার হতে পারেন। তাছাড়া ইজতিহাদের জন্য কিছু স্বভাবগত যোগ্যতারও প্রয়োজন। যেমন সুবুদ্ধি,তীক্ষ্ম মেধা ইত্যাদি।

সম্মিলিত ইজতিহাদ

সম্মিলিত ইজতিহাদ (আল-ইজতিহাদুল জামায়ী/الاجتهاد الجماعي) একটি সাম্প্রতিক পরিভাষা। কেননা পূর্ববর্তীদের মধ্যে এ শিরোনামে কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। তবে কর্মচর্চার দিক থেকে ইসলামী শরীয়াহর ইতিহাস এমন কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে, স্বরূপগত দিক থেকে যা সম্মিলিত ইজতিহাদ। যদিও তাকে এ নামে নামকরণ করা হয়নি। নিম্নে সম্মিলিত ইজতিহাদের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

১. ড. শা'বান ইসমাঈল এর ভাষায় সম্মিলিত ইজতিহাদ এর সংজ্ঞা:

الذي يتشاور فيه أهل العلم في القضايا المطروحة، وخصوصا فيما يكون له طابع العموم ويهم جمهور الناس.

১১. ইবন তাইমিয়া, *মাজমূউল ফাতাওয়া*, সংকলন ও বিন্যাস: আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০৬খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ১২৫

১২. আল-তুফী, *শরহু মুখতাসারির রাওযাহ*, খ. ৩, পৃ. ৫৭৬

সম্মিলিত ইজতিহাদ ঐ ইজতিহাদকে বলা হয়, যাতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে বিজ্ঞ আলিমগণ পরস্পর একে অপরের সাথে পরামর্শ ও পর্যালোচনা করে থাকেন, বিশেষ করে এমন সমস্যার সমাধান কল্পে, যা ব্যাপক রূপ লাভ করে এবং জনমানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলে।[১৩]

২. ড. আব্দ আল-খলীল বলেন:

اتفاق أغلب المجتهدين من أمة محمد في عصر من العصور على حكم شرعي في مسألة.

কোন মাসআলার শরয়ী বিধান সম্পর্কে কোন এক যুগে উম্মতে মুহাম্মাদীর অধিকাংশ মুজতাহিদগণের ঐকমত্য।[১৪]

৩. ড. আব্দুল মাজীদ শারাফী বলেন:

استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط، واتفاقهم جميعا أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور.

গবেষণা ও উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে কোন শরয়ী বিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য অধিকাংশ ফকীহের প্রচেষ্টা ব্যয় করা এবং পরামর্শের ভিত্তিতে তাঁদের সকলের অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের একমত হওয়া।[১৫]

৪. "ইসলামী বিশ্বে সম্মিলিত ইজতিহাদ" শীর্ষক সেমিনারে একে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে:

اتفاق أغلبية المجتهدين في نطاق مجمع أو هيئة أو مؤسسة شرعية ينظمها ولي الأمر في دولة إسلامية على حكم شرعي عملي لم يرد به النص قطعي الثبوت والدلالة بعد بذل غاية الجهد فيما بينهم في البحث والتشاور.

মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শরীয়াহ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠনের অধীনে কোন ব্যবহারিক বিষয়ের, যার বিধানের ব্যাপারে অকাট্য কোন সূত্র বা নির্দেশনা পাওয়া যায় না তার শরয়ী বিধান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মুজতাহিদগণের গবেষণা ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করে তাদের অধিকাংশের একমত হওয়া।[১৬]

১৩. শা'বান ইসমাঈল, *আল-ইজতিহাদুল জামাঈ ও দাওরুল মাজামিয়িল ফিকহিয়্যাহ ফী তাত্ত্বীকিহী* (বৈরূত: দারুল বাশাঈর, ১৯৯৮খ্রি.), পৃ. ২১

১৪. আল-আবদ আল-খালীল, "আল-ইজতিহাদুল জামাঈ ও আহাম্মিয়্যাতুহু ফিল আসরিল হাদীস", *মাজাল্লাতু দিরাসাতিল জামি'আ আল-উরদুনিয়্যাহ*, পৃ. ২১৫

১৫. আব্দুল মাজীদ শারাফী, *আল-ইজতিহাদুল জামাঈ ফিত তাশরীইল ইসলামী* (দোহা: আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কাতার, কিতাবুল উম্মাহ সিরিজ ৬২, ১৪১৮হি.), পৃ. ৪৬

১৬. দ্র. সম্মিলিত ইজতিহাদ সেমিনারের গবেষণাপত্র, খ. ২ পৃ. ১০৭৯, সূত্র: কুতুব মুস্তাফা শানু, *আল-ইজতিহাদুল জামাঈ আল-মানশুদ ফী দুয়িল ওয়াকে আল-মুআসির* (বৈরূত: দারুন নাফাঈস, ২০০৬খ্রি.), পৃ. ২৮

৫. ড. কুতুব মুস্তফা সানু বলেন:

العملية العلمية المنهجية المنضبطة التي يقوم بها مجموع الأفراد الحائزين على رتبة الاجتهاد في عصر من العصور من أجل الأصول إلى مراد الله في قضية ذات طابع عام تمس حياة أهل قطر أو إقليم أو عموم الأمة، أو من أجل التوصل إلى حسن تنزيل لمراد الله في تلك القضية ذات الطابع العام على واقع المجتمعات والإقليم والأمة.

সম্মিলিত ইজতিহাদ এমন এক নিয়মতান্ত্রিক সমন্বিত ইলমী প্রয়াস, যা কোন যুগের ইজতিহাদের স্তরে উন্নীত একদল বিজ্ঞ ব্যক্তি সম্পন্ন করেন কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা গোটা উম্মতের জীবনঘনিষ্ঠ কোন বিষয়ে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অবগত হওয়ার প্রয়াসে। অথবা আল্লাহর ইচ্ছার ভিত্তিতে সমাজ, অঞ্চল ও উম্মাহর বাস্তব অবস্থার আলোকে উক্ত সর্বব্যাপী সমস্যার যুগোপযোগী সুন্দর প্রয়োগপদ্ধতি বর্ণনা করা।[১৭]

পর্যালোচনা

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে যেসব বিষয় স্পষ্ট হয় তা নিম্নরূপ:

১. প্রথম সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে" এ কথাটি অপ্রয়োজনীয়। কেননা যে কোন শরয়ী বিধান সম্বন্ধে মুজতাহিদগণের গবেষণা ও পর্যালোচনার দ্বারাই সম্মিলিত ইজতিহাদ হতে পারে। তার জন্য উদ্ভূত সমস্যা হওয়া শর্ত নয়।

২. "এমন সমস্যা যা ব্যাপক রূপ লাভ করে এবং জনমানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলে" এ শর্তটি আবশ্যক নয়। কারণ, যদি এমন মাসআলা সম্বন্ধে সম্মিলিত ইজতিহাদ করা হয়, যা কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত, সামষ্টিক জনগোষ্ঠীর জন্য তা প্রযোজ্য নয়, তবুও তাকে সম্মিলিত ইজতিহাদই বলা হবে।

৩. "অধিকাংশ ফিক্হবিদ" "অধিকাংশ মুজতাহিদ" এ জাতীয় শর্ত করাও উচিত নয়। কারণ:

ক. "অধিকাংশ ফিক্হবিদ" বা "অধিকাংশ মুজতাহিদ" এর একই স্থানে একত্রিত হওয়া প্রায় অসম্ভব বলা চলে।

খ. আর সংখ্যালঘু মুজতাহিদগণ যারা একমত হননি তাদের ইজতিহাদকেও সম্মিলিত ইজতিহাদই বলা হবে।

গ. এমনিভাবে যদি একদল ফিক্হশাস্ত্রবিদ যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার আওতায় পড়েন না ইজতিহাদ করেন তবে তাদের সে ইজতিহাদকেও সঠিক অর্থে সম্মিলিত ইজতিহাদ বলা হবে।

[১৭]. মুস্তাফা শানু, *আল-ইজতিহাদুল জামাঈ আল মানশুদ*, পৃ. ৫৩

৪. "শরয়ী বিধান সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য" এ কথাটিও আপত্তিকর। কেননা ইজতিহাদের মাধ্যমে মুজতাহিদের যেমন ধারণাপ্রসূত জ্ঞান অর্জিত হয়, তেমনি নিশ্চিত জ্ঞানও অর্জিত হয়।

৫. "মুজতাহিদগণের একমত হওয়া" এ কথাটি সম্মিলিত ইজতিহাদের সারমর্ম বহির্ভূত। কেননা একমত হওয়া এই ইজতিহাদের একটি ফলাফল। আর কোন কাজ এবং তার ফলাফলের মাঝে পার্থক্য থাকার বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট। তাছাড়া সম্মিলিত ইজতিহাদ পূর্ণ হওয়ার জন্য মুজতাহিদগণের একমত হওয়া শর্ত নয়। বরং তাঁরা যদি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারেন অথবা তাদের প্রচেষ্টাকে স্থগিত করেন তাহলে তাকেও সম্মিলিত ইজতিহাদ বলা যায়।

৬. "কোন প্রতিষ্ঠান,সংস্থা বা সংগঠন এর অধীনে" সম্মিলিত ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এ অংশটিও শর্ত নয়। তাইতো যদি একদল ফিকহশাস্ত্রবিদ মিলে ইজতিহাদ করেন যারা কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠন এর সাথে সম্পৃক্ত নন তাদের সে সম্মিলিত ইজতিহাদকে আল-ইজতিহাদুল জামাঈ বলা যাবে।

৭. "মুসলিম রাষ্ট্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে" এ কথাটিও আপত্তিকর। কেননা সম্মিলিত ইজতিহাদ অস্তিত্বে আসার জন্য মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তির তত্ত্বাবধান আবশ্যক নয়। তবে এই সম্মিলিত ইজতিহাদকে কারো উপর আবশ্যক করে দেয়া এটি একটি ভিন্ন বিষয়; যা সম্মিলিত ইজতিহাদের সারবস্তু ও মৌলিক উপাদান বহির্ভূত। এমনিভাবে সম্মিলিত ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তা মুসলিম রাষ্ট্রে হওয়াও জরুরী নয়। যদি কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে বা সংখ্যালঘু কোন মুসলিম দেশে ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ একত্রিত হয়ে ইজতিহাদ করেন তাহলে তাকেও সম্মিলিত ইজতিহাদ বলা যাবে।

৮. "যার বিধানের ব্যাপারে অকাট্য কোন সূত্র বা নির্দেশনা পাওয়া যায় না" এ কথাটিও আপত্তিকর। কেননা এর মাধ্যমে মাসাআলার 'তাহকীকুল মানাত' তথা বিধানের মূল উদ্দেশ্য বিশ্লেষণের বিষয়টি পৃথক হয়ে যায়; অথচ এ বিষয়ের ইজতিহাদও একটি স্বীকৃত ইজতিহাদ।

৯. "আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা" এ কথাটিও আপত্তিমুক্ত নয়। কেননা মুজতাহিদগণ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তা তাদের ব্যক্তিগত মতামত। এ মতামত যদিও গ্রহণযোগ্য; তবুও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে , এটিই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। আবূ বকর রা.-কে কালালাহ (মাতা-পিতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) সম্বন্ধে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

اقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن تفسي والشيطان واستغفر الله

এ ব্যাপারে আমি আমার মতামত প্রদান করছি। যদি তা সঠিক হয় তবে তার প্রশংসা আল্লাহ তাআলার প্রাপ্য, আর যদি ভুল হয় তবে এর দায় আমার ও শয়তানের। আর আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সমকালীন কয়েকজন বিজ্ঞ আলেম কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা পর্যালোচনার পর বলা যায়, "কোন শরয়ী বিধান আহরণের উদ্দেশ্যে একদল বিজ্ঞ ফকীহের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যয় করাকে আল-ইজতিহাদুল জামাঈ বা সম্মিলিত ইজতিহাদ বলে।"

প্রদত্ত এই সংজ্ঞার মাঝে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, যা একে অন্য সব সংজ্ঞা থেকে পৃথক করেছে। সেগুলো হলো:

১) সম্মিলিত ইজতিহাদ এর জন্য কিছু সংখ্যক সদস্যের প্রয়োজন, যাদেরকে একটি জামা'আত বা দল বলা যায়। তার সর্বনিম্ন সংখ্যা দুই থেকে তিনজন। আর সদস্য সংখ্যা যত বেশি হবে তার উপকারিতা এবং সে সিদ্ধান্তের প্রতি আত্মতৃপ্তির মাত্রা ততই বৃদ্ধি পাবে।

২) ইজতিহাদের সময় মুজতাহিদগণের একত্রিত হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। এই একত্রিত হওয়ার বিষয়টি যেমন সকলে এক জায়গায় বসে হতে পারে, তেমনি আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন স্কাইপি, ভিডিও কল, ফোন ইত্যাদি প্রযুক্তির) ব্যবহারের মাধ্যমেও হতে পারে; যাকে এক সাথে বসার আওতায় ধরা যায়।

৩) এই ইজতিহাদের লক্ষ্য হলো, শরয়ী বিধান আহরণ করা। সে বিধান হতে পারে জনমানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অথবা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। আর এ সম্মিলিত ইজতিহাদ-এর জন্য কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠন-এর অধীনে কাজ করা বা বিশেষ কোন আনুষ্ঠানিকতা শর্ত নয় । তবে এসব বিষয়ের সন্নিবেশ উত্তম।

৪) বর্তমান যুগে বিভিন্ন ফিকহী সেমিনার, ফিকহী বোর্ড ও ইফতা বিভাগ এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার আওতাধীন যে সব সম্মিলিত ইজতিহাদ হচ্ছে তা একথার প্রমাণ বহন করে যে, ইজতিহাদ শুধুমাত্র দীনী বিধান ও ফিকহী মাসায়েলের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ঈমান-আক্বীদা, দীনের মৌলিক বিষয়াদি যেমন- বিভিন্ন বাতিল ফিরকার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান বর্ণনা, আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম ও কুরআনের প্রতি কাফের-মুশরিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের সৃষ্ট সংশয় ও বিষোদগারের জবাব এবং বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদ এর মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণ ইত্যাদিও এই ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

ফাত্ওয়া

সম্মিলিত ইজতিহাদের আলোচনার ক্ষেত্রে ফাতওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসংগ বিধায় নিম্নে ফাতওয়া বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফাত্ওয়া (فتوى) শব্দটি একবচন। তাকে ফুতওয়া ও ফুতইয়াও বলা যায়। এর বহুবচন ফাতাওয়া (فتاوى)।[১৮] ফাত্ওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা। সে প্রশ্ন হতে পারে শরয়ী বিধান সম্পর্কে বা অন্য কোন বিষয়ে। যেমন মহান আল্লাহ মিসরের বাদশাহর কথা বর্ণনা করেছেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾

হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।[১৯]

একইভাবে সাবা অঞ্চলের রাণীর কথা বর্ণনা করেছেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾

হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও।[২০]

এই উভয় স্থানে ফাতওয়া শব্দটি এমন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যা শরয়ী বিধান সংশ্লিষ্ট নয়।

কখনো ফাতওয়া শব্দটি শরয়ী বিধান সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾

আর লোকেরা তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে শরয়ী বিধান জানতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের ব্যপারে শরয়ী বিধান জানাচ্ছেন...।[২১]

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾

আর লোকেরা তোমার নিকট শরয়ী বিধান জানতে চায়। বল, মাতা-পিতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে শরয়ী ব্যবস্থা জানাচ্ছেন...।[২২]

---

১৮. ইবন মানযূর, *লিসানুল আরব*, খ. ১৫, পৃ. ১৪৭-১৪৮
১৯. আল-কুরআন, ১২ : ৪৩
২০. আল-কুরআন, ২৭ : ৩২
২১. আল-কুরআন, ০৪ : ১২৭
২২. আল-কুরআন, ০৪ : ১৭৬

পরিভাষায় ফাত্ওয়ার বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে। এর মধ্যকার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি:

১. ইবন হামদান বলেন:

الإخبار بحكم الله تعالى عن الوقائع بدليل شرعي.

কোন ঘটনার ব্যাপারে শরয়ী দলীল এর ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলার হুকুম সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া।[২৩]

২. ইমাম কারাফী বলেন:

إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة.

কোন কাজ আবশ্যক বা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সংবাদ দেয়া।[২৪]

৩. ড. আব্দুল্লাহ আল-তুর্কী বলেন:

ما يخبر به المفتي جوابا لسؤال أو بيانا لحكم من الأحكام وإن لم يكن سؤالا خاصا.

মুফতী কোন প্রশ্নের উত্তরে অথবা বিশেষ কোন প্রশ্ন ছাড়াই কোন বিধান বর্ণনার জন্য যে সংবাদ প্রদান করেন তাকে ফাত্ওয়া বলে।[২৫]

৪. ড. হুসাইন আল-মাল্লাহ বলেন:

الإخبار بحكم الله تعالى عن الوقائع بدليل شرعي لمن سأل عنه.

কোন ঘটনার ব্যাপারে প্রশ্নকারীকে শরয়ী দলীল এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার হুকুম সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া।[২৬]

৫. সবচেয়ে ব্যাপক সংজ্ঞা হলো:

الإخبار بالحكم الشرعي لمن سأل عنه بلا إلزام

প্রশ্নকারীকে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ব্যতীত শরয়ী বিধান বলে দেওয়া।[২৭]

এ সংজ্ঞা ব্যবহারিক, বিশ্বাসগত, জ্ঞানমূলক সকল বিষয়ের শরয়ী মাসআলাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে তা আদালতের ফয়সালাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

---

২৩. ইবন হামদান, *সিফাতুল ফাতওয়া ওয়াল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী* (বৈরূত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী), পৃ. ৪

২৪. শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবন ইদরীস আল-কারাফী, *আল-ফুরূক* (বৈরূত: দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫৩

২৫. আব্দুল্লাহ আল-তুর্কী, *উসূলু মাজহাবিল ইমাম আহমদ* (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ), পৃ. ৭২৫

২৬. হুসাইন আল-মাল্লাহ, *আল-ফাতওয়া: নাশাতুহা, তাতাওয়ুরুহা, উসূলুহা ওয়া তাতবীকাতুহা* (বৈরূত: আল-মাকতাবাহ আল-আসরিয়্যাহ, ১৪২২হি.), খ. ১, পৃ. ৩৯৮

২৭. সালিহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হুমাইদ, "আল-ইজতিহাদ আল-জামায়ী ওয়া আহমিয়্যাতুহু ফী নাওয়াযিলিল আসর", মাজাল্লাতুল মাজমাইল ফিকহী আল-ইসলামী, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ২৫, পৃ. ৬২

ফাত্ওয়া ও সম্মিলিত ইজতিহাদের মধ্যকার সম্পর্ক

সম্মিলিত ইজতিহাদের উপরিউক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ফাত্ওয়া ও সম্মিলিত ইজতিহাদের মাঝে সম্পর্ক হলো অসীলা (মাধ্যম) ও নতীজা (ফলাফল) এর সম্পর্ক। অর্থাৎ,সম্মিলিত ইজতিহাদ ফাত্ওয়ার মাধ্যমসমূহের একটি। যেমন ফাত্ওয়া সম্মিলিত ইজতিহাদের ফলাফলসমূহের একটি। সুতরাং, সম্মিলিত ইজতিহাদ হলো মাধ্যম আর ফতওয়া হলো তার ফলাফল।

তাছাড়া ফাত্ওয়া ও সম্মিলিত ইজতিহাদের মাঝে কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। আবার কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে।

সাদৃশ্যের দিকসমূহ

১. উভয়টির মাঝেই শরয়ী মাসআলা সম্পর্কে গবেষণা ও পর্যালোচনা হয়।
২. এ গবেষণা ও পর্যালোচনার জন্য প্রশ্নকারী বা সম্পৃক্ত ব্যক্তির অনুমতির প্রয়েজন হয় না।
৩. কোন যুগে একই মাসআলা সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের ফাত্ওয়া ও সম্মিলিত ইজতিহাদ হতে পারে।
৪. এ দুটি সর্বসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত বা কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে হতে পারে।
৫. মৌলিকভাবে এর মাধ্যমে কাউকে কোন কাজে বাধ্য করা হয় না বা চাপ প্রয়োগ করা হয় না। তবে পরিবেশ-পরিস্থিতি বা অন্য কোন কারণে বাধ্যবাধকতা আসতে পারে।

বৈসাদৃশ্যসমূহ

১. সম্মিলিত ইজতিহাদ ফাত্ওয়া প্রদানের মাধ্যমসমূহের একটি। কেননা ফাত্ওয়া কখনো এক ব্যক্তি কর্তৃক প্রদান করা হয়। আবার কখনো কোন জামাআত বা দলের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। আর জামাআতের পক্ষ থেকে ফাতওয়া কখনো সকল সদস্যের একমত হওয়ার পর বা সকলের সাথে পরামর্শ করার পর প্রদান করা হয়। সুতরাং ফাত্ওয়া সম্মিলিত ইজতিহাদের ফলাফল।
২. সম্মিলিত ইজতিহাদ কখনো এক ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে না। আর ফাত্ওয়া এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রদান করা যায়।
৩. অকাট্যভাবে শরয়ী বিধান সাব্যস্ত হয়েছে এমন বিষয়েও ফাত্ওয়া প্রদান করা হয়। তাই তাতে নিজের সবটুকু সামর্থ্য ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সম্মিলিত ইজতিহাদ কখনো অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হওয়া মাসআলা সম্পর্কে হতে পারে না। কেননা সেখানে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই।

৪. বিবদমান মাসআলা সম্পর্কে সম্মিলিত ইজতিহাদ করা যায়, কিন্তু ফাত্ওয়া প্রদান করা যায় না।

৫. প্রশ্নকারীর কাছে শরয়ী বিধান পৌঁছানোর পূর্বে ফাত্ওয়ার কার্যক্রম প্রদান সম্পন্ন হয় না। তবে ইজতিহাদ শুধুমাত্র শরয়ী বিধান উদ্ভাবনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে যায়।

ফাতওয়ার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সম্মিলিত ইজতিহাদ ফাত্ওয়া প্রদানের অসীলা ও মাধ্যমসমূহের একটি। বাস্তবিক অর্থে সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে বর্তমান যুগে ফাত্ওয়ার সংরক্ষণ ও ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বাড়াবাড়ি, কঠোরতা ও শিথিলতা পরিহার করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই গুরুত্বের দিকটি নিম্নের আলোচনা দ্বারা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা করি।

ক. সম্মিলিত ইজতিহাদ, বিশেষ করে যা কোন ফিকহী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অধীনে পরিচালনা করা হয় তাকে বিজ্ঞ মুজতাহিদ, বিদগ্ধ ফকীহগণের সম্মিলিত গবেষণা ও পারস্পরিক পর্যালোচনার ফলাফল ধরা হয়ে থাকে। এখানে একটি মাসআলার বিভিন্ন দিক নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, পারস্পরিক মত বিনিময় ইত্যাদির সমাবেশ ঘটে। একারণে তা অপেক্ষাকৃত বেশি সঠিক, অধিক গ্রহণীয় ও পরিতৃপ্তির কারণ হয়। কারণ এ বিষয়টি একবারেই স্পষ্ট যে, একটি জামাআতের সিদ্ধান্ত একজন ব্যক্তির সিদ্ধান্তের তুলনায় বেশি সঠিক; যদিও সে একজনের জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়। কেননা, কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা অস্পষ্ট বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করে তুলে, বিস্মৃত বিষয়সমূহকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং দুর্বোধ্য বিষয়সমূহকে নিমিষেই সহজ করে দেয়। অন্য ভাষায় বলতে গেলে সম্মিলিত ইজতিহাদের মাঝে বিভিন্নজনের মতামত তাঁদের দলীল প্রমাণের ব্যাপারে গভীর পর্যালোচনার সুযোগ হয়। যার ফলে তা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত হয় অধিক সূক্ষ্ম ও সঠিক।

সম্মিলিত ইজতিহাদের এ বিশেষত্বের কারণেই আমাদের পূর্ববর্তী অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ, যাদের মাঝে অন্যতম হলেন খুলাফায়ে রাশেদীন, সম্মিলিত ইজতিহাদের প্রতি- যা পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হতো- খুব বেশী আগ্রহী ছিলেন। বিশেষ করে ঐ সকল জটিল মাসআলা সম্পর্কে, যা মানুষের মাঝে ব্যাপক রূপ লাভ করেছিল। হাদীসের কিতাবে এর বহু নজির রয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

খ. এ যুগে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। একজন আলিম ভাষা, ফিকহ, হাদীস তাফসীর এবং মূলনীতি এগুলোর কোন একটি

বিষয় সম্বন্ধে পারদর্শী হন। এক পর্যায়ে তা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, এমন একজন বিজ্ঞ আলেম খোঁজে পাওয়া কঠিন, যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন এবং তার থেকে সাধারণ সকল মাসআলার সঠিক সমাধান পাওয়া যায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সম্মিলিত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটে। আর এসব কিছুর সমন্বয়ে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়, যা বিশুদ্ধতা ও যথার্থতার অতি নিকটবর্তী এবং ভুল-ত্রুটি থেকে অধিক দূরবর্তী। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ফাত্ওয়া প্রদানের অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনভিজ্ঞ লোকদেরকে ফাত্ওয়া প্রদানের অনধিকার চর্চা থেকে বাধা প্রদান এবং বিদগ্ধ মুজতাহিদদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করার দ্বারা সম্মিলিত ইজতিহাদের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গ. এ যুগে এমন অনেক আধুনিক প্রযুক্তির আবিষ্কার হয়েছে, যা সামগ্রিক জীবনের বহু দিক ছেয়ে ফেলেছে। আর এতে করে মানুষের মাঝে এমন অনেক নিত্য-নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে কখনোই ছিল না। তাছাড়া পূর্ববর্তী লেখকগণের রচিত গ্রন্থসমূহে এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোর নজিরও মেলে না। এ নজির না মেলার দুটি কারণ হতে পারে:

১. এ সমস্যাগুলো এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, কখনো কোন জাতি, দেশ আবার কখনো গোটা মুসলিম জাতিই এর সম্মুখীন হচ্ছে ।

২. এ বিষয়গুলো কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের আওতাধীন নয়; বরং বিভিন্ন বিষয়ের শাখা প্রশাখার সাথে জড়িত। যে কারণে তার মর্ম উদ্ধার ও সারবস্তু উপলব্ধি করা জটিল হয়ে পড়ে।

এ সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া প্রদানের সময় এ দুটি বিষয় খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখা উচিৎ। কেননা ব্যাপক ফাতওয়ার মাঝে যদি কোন ভুল-ত্রম্নটি থেকে যায়, তাহলে এর প্রভাব সর্বসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবেই পড়ে। যেমন অসম্পূর্ণ গবেষণা প্রসূত ফাত্ওয়া অসম্পূর্ণই হয়ে থাকে। তাই এ জাতীয় আধুনিক বিষয়ে ফাত্ওয়া প্রদান সম্মিলিত ইজতিহাদের দাবী করে। যেখানে বিভিন্ন সাবজেক্ট-এ ব্যুৎপত্তির অধিকারী একটি জামাআতের সম্মিলিত গবেষণার সুযোগ হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ফাতওয়ার সংরক্ষণ ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার ক্ষেত্রে সম্মিলিত ইজতিহাদের বিরাট ভূমিকার কথা সহজেই অনুমেয়।[২৮]

---

২৮. শারাফী, *আল-ইজতিহাদ আল-জামাঈ*, পৃ. ৭৭-৯২; ইসমাঈল, *আল-ইজতিহাদ আল-জামাঈ*, পৃ. ১১৯-১২২; আল-খলীল, *আল-ইজতিহাদ আল-জামাঈ*, পৃ. ২২৬-২২৯

সম্মিলিত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ফিকহ একাডেমিসমূহের ভূমিকা

হিজরী চতুর্দশ এর শুরু থেকে চিন্তাশীল বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম সম্মিলিত ইজতিহাদকে আরো কার্যকরী করতে ও তার বিকাশ ঘটাতে শরয়ী গবেষণা সংস্থা, ফিক্হ বোর্ড, ইলমী সেমিনার ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন এবং নিজেরাও এর আয়োজন করে যাচ্ছেন; যেখানে মুজতাহিদগণ গবেষণার মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে উদ্ভূত নিত্য নতুন ও আধুনিক জটিল সমস্যার সমাধান প্রদান করে যাচ্ছেন। সে সকল মান্যবর উলামায়ে কেরাম যারা সম্মিলিত ইজতিহাদের প্রতি জোরালো ভাবে আহক্ষান করে গিয়েছেন তাদের একজন হলেন, শাইখ মুহাম্মাদ তাহির ইবনে আশুর রহ: [১৮৭৯-১৯৭৩]। তিনি বলেছেন, "উম্মতের উপর পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদার নিরিখে ইজতিহাদ করা ফরযে কিফায়া। সামর্থ্য ও সাজ-সরঞ্জাম মজুদ থাকা সত্ত্বেও যদি উম্মত এ ব্যাপারে অবহেলা করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবেন। এ যুগে উলামায়ে কেরামের উপর কমপক্ষে এতটুকু তো আবশ্যক যে, তারা সকলে মিলে একটি ইলমী গবেষণাগারের আয়োজন করবেন। যেখানে মুসলিম ভূখণ্ড সমূহের মধ্য হতে শরীয়ত সম্বন্ধে সবচেয়ে বিজ্ঞ আলেমগণ মাযহাবের ভিন্নতাকে ঊর্ধে রেখে একত্রিত হবেন এবং সকলে মিলে উম্মতের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হবেন। সকলে মিলে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবেন, যার উপর উম্মতের আমল চালু হয়ে যায়। পৃথিবীর যে প্রান্তেই মুসলমান বসবাস করে সেখানেই তাদের সিদ্ধান্তসমূহ পৌঁছে দিবেন। আমার ধারণা, কেউ তাদের সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অসম্মত হবেন না। দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ঐ সকল আলিমের নাম তালিকাভুক্ত করবেন, যারা ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন অথবা তার কাছাকাছি অবস্থান করছেন। আর সাধারণ আলিমগণের কর্তব্য হল, তাদের মাঝে যারা গভীর জ্ঞান রাখেন, শরীয়তের উদ্দেশ্য বুঝে যারা সঠিকভাবে গবেষণা করতে পারেন তাদের ব্যাপারে ইজতিহাদের যোগ্য বলে সাক্ষ্য দেয়া। সেই সাথে এ বিষয়টিও জরুরী যে, তাদের শরীয়ত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি সততা, নিষ্ঠা ও শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণের গুণেও গুণান্বিত হতে হবে। যাতে করে ইলমের আমানতের গুণ তাদের মাঝে পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণকামিতা করতে গিয়ে তাদের মাঝে কোন পিছু টান না পড়ে।[২৯]

ড: মুহাম্মাদ ইউসুফ মূসা বলেন: "আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এখন এ সময় এসেছে যে, আমাদের মাঝে আরবী ভাষা প্রশিক্ষণ একাডেমির পাশাপাশি ইসলামী ফিক্হ বোর্ড থাকবে। কেননা ফিক্হ বোর্ড প্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের আবশ্যকীয় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।"[৩০]

২৯. মুহাম্মাদ তাহির ইবনে আশুর, *মাকাসিদুশ শরীআহ আল-ইসলামিয়্যাহ* (আম্মান: দারুন নাফাঈস, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.), পৃ. ৪০৮-৪০৯

৩০. মুহাম্মাদ ইউসুফ মূসা, *তারিখুল ফিকহিল ইসলামী* (কায়রো: মাতাবিই দারিল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৫৮খ্রি.), পৃ. ১৮

হযরত মুস্তফা আহমাদ যারকা বলেন: "যদি আমরা শরীয়ত এবং তার ফিকহ শাস্ত্রকে পুনর্জীবন দান করতে চাই, তাহলে ঐ ইজতিহাদকে যা ওয়াজিব আলাল কিফায়া উম্মতের মাঝে চালু রাখতে হবে। আর এটাই উম্মতের মাঝে নিত্য নতুন যে সমস্যা তৈরি হচ্ছে তার গভীর গবেষণা, মজবুত দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে সমাধানের একমাত্র উপায়। যাতে সংশয়-সন্দেহের অবকাশ একবারেই ক্ষীণ এবং যা স্থবির চিত্ত-চেতনাকে সচল করে তুলে। আর এর বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুটি মৌলিক বিষয় আবশ্যক। ১. প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান ২. শিক্ষার উপর আরো জোর প্রদান। প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের পদ্ধতি হল- আরবী ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় বিশ্ব ফিকহ বোর্ড গঠন করা, যার তত্তাবধানে সম্মিলিত ইজতিহাদ, ফিকহী সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হবে।[৩১]

এ আহক্ষান মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে এবং বিশ্ব জুড়ে উচ্চতর গবেষণামূলক বহু ফিকহী বোর্ড, সংস্থা, সংগঠন ও ইলমী সেমিনার অস্তিত্বের মুখ দেখেছে। আমরা এখানে এমন কিছু সংস্থা ও সংগঠনের কথা উল্লেখ করছি।

১. مجمع البحوث الإسلامي في الأزهر (মাজামাউল বুহুসিল ইসলামী, জামিআ আযহার (মিসর)

এ সংস্থাটি ১৩৮১হি: তে এমন একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারী করে, যা ইসলামী বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা করবে এবং মুসলমানদের মাঝে যে মাযহাবভিত্তিক বা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে সে ব্যাপারে সঠিক মতামত প্রদান করবে। বিভিন্ন মাযহাব থেকে নির্বাচিত পঞ্চাশ জন সদস্য বিশিষ্ট বিজ্ঞ আলিমের সমন্বয়ে এ বোর্ড গঠিত হবে। তাদের মাঝে মিসরের বাইরের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২০ জনের বেশি হবে না। কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য অন্য সকল ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র সংস্থার কাজে নিয়োজিত থাকবে। জামিআ আযহারের প্রধান শাইখ পদাধিকার বলে এ সংস্থার সভাপতি বিবেচিত হবেন। এ সংস্থার প্রথম সম্মেলন কায়রোতে ১৩৮২ হি: তে অনুষ্ঠিত হয়।

২. هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (হাইআতু কিবারিল উলামা ফিল মামলাকাতিল আরাবিয়্যাহ আসসাউদিয়্যাহ)

সৌদি সরাকারের এক রাজকীয় ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩৯১ হিজরীতে এ সংস্থা গঠিত হয়। এর প্রধান কাজ হলো, রাষ্ট্রনায়কের পক্ষ থেকে যে সকল বিষয় নিয়ে গবেষণার নির্দেশ দেয়া হবে তা নিয়ে গবেষণা, এ ব্যাপারে সংস্থার মতামত প্রদান এবং সে সকল মতামতের পক্ষে শরয়ী দলীল উপস্থাপন। প্রতি ছয় মাস পর পর এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে সৌদি আরবের প্রধান মুফতী সভাপতিত্ব করেন। এ

৩১. মুস্তফা আহমাদ যারকা, *আল-ইজতিহাদ ওয়া দাওরুল ফিকহ ফী হাল্লিল মুশকিলাত* (আম্মান: জমঈয়্যাতুদ দিরাসাত ওয়াল বুহুছ আল-ইলমিয়্যাহ) পৃ. ৪৯-৫০

সংস্থাটির অঙ্গ সংগঠন হিসেবে (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء) (আল লাজনাতুদ দাইমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা) প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থার প্রকাশনা বিভাগ থেকে বছরে তিন বার مجلة البحوث الإسلامية (মাজাল্লাতুল বুহুস আল ইসলামিয়্যাহ) নামক একটি সাময়িকী বের করা হয়। আর তাতে আল লাজনাতুদ দাইমাহ কর্তৃক প্রদত্ত ফাতওয়া, প্রধান মুফতীর ফাত্ওয়া এবং গবেষণামূলক শরঈ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৩. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية (আল লাজনাতুদ দাইমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা বিল মামলাকাতিল আরাবিয়্যাহ আসসাউদিয়্যাহ)

এটি উপরোক্ত হাইআতু কিবারিল উলামা এর একটি অঙ্গ সংগঠন। এর কাজ হচ্ছে গবেষণামূলক বিষয় প্রস্তুত করা, তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা, প্রশ্নকারীদের ব্যক্তি জীবনের নানান সমস্যার শরয়ী সমাধান প্রদানমূলক ফাতওয়া প্রদান, যা কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। এই সংস্থা থেকে প্রকাশিত ফাতওয়াসমূহ পাঠকদের সহজে উপকৃত হওয়ার সুবিধার্থে তিন ভলিউমে ছাপা হয়েছে।

৪. المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة (আল মাজমাউল ফিকহী আল ইসলামী, মক্কা মুকার্‌রমা। যা রাবেতাতুল আলম আল-ইসলামী এর একটি অঙ্গ সংগঠন)

১৩৮৪ হি: তে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা বিষয়ক একটি প্রজ্ঞাপন জারী হয় এবং ১৩৯৮ হিজরীর শা'বান মাসে তার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল- মুসলমানদের দীনী ও ফিকহী বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা এবং মানব জীবনের নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান নিয়ে গবেষণা করা। এ সংস্থা গঠিত হয় একজন সভাপতি, একজন সহসভাপতি এবং ফিকহ ও ফিকহের মূলনীতি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ বিশ সদস্যের নির্বাচিত বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামকে নিয়ে। এ সংস্থার পক্ষ থেকে সাময়িকী প্রকাশিত হয়, যাতে সমকালীন ফাতাওয়া, ফিকহী ও ইলমী গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সংস্থার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনা করা হয়। ষোড়শতম অধিবেশন পর্যন্ত এ সংস্থার পক্ষ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এক কিতাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা ১৪২২ হি: তে প্রকাশিত হয়।

৫. (مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي) (মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী আদ দুআলী, যা ওআইসি 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা'-এর আওতাধীন একটি সংস্থা)

সংস্থাটি তার তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন থেকে মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী আদ দুআলী-এর প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারী করে। তার গঠনতন্ত্রের রূপরেখা

এরূপ-এ সংস্থাটি কিছু কার্যকরী সদস্য দ্বারা সংগঠিত হবে। মুনাযযামাতুল মু'তামারিল ইসলামী-এর সদস্যভুক্ত দেশগুলো হতে প্রত্যেক দেশ থেকে একজন কার্যকরী সদস্য থাকবে; সংস্থার পক্ষ থেকে যাকে বাছাই করে নিযুক্ত করা হবে। সংস্থার এ অধিকার থাকবে যে, মুসলিম অঞ্চল ও দেশসমূহ থেকে যে সকল আলিম ও ফকীহের মাঝে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও শর্ত পাওয়া যাবে তাদেরকে এর সদস্য করতে পারবে।

১৪০৩ হি: তে এ সংস্থার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৪০৫ হিজরীর সফর মাসে মক্কা মুকাররামায় তার নিয়মতান্ত্রিক প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তার প্রধান কার্যালয় জেদ্দায় অবস্থিত। এ সংস্থাটি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে শরীয়ত সম্মতভাবে এর সমাধান প্রদান করে থাকে। এ সংস্থা থেকে নিয়মিত একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। যা সংস্থা থেকে গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সম্বলিত হয়। এ সংস্থার দশম অধিবেশন পর্যন্ত গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও তার প্রবন্ধ নিবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়েছে ।

৬. (مجمع الفقه الإسلامي بالهند) ইসলামী ফিকহ একাডেমি, ইন্ডিয়া

এ সংস্থাটি ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটা তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সমস্যা, বিশেষ করে সমসাময়িক ও আধুনিক মাসআলাসমূহের শরীয়ত সম্মত সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করে আসছে। নির্দিষ্ট সময় পর পর এর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়; যেখানে ছয়শত এর অধিক শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন, যাদের অধিকাংশই উপমহাদেশের। ১৯৮৯ সালে দিলস্নীতে এ সংস্থার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সংস্থার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ফাত্ওয়া সমূহ ১৪২০ হি: তে قضايا معاصرة (কাযায়া মুআছারা) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

৭. (مجمع الفقه الإسلامي بالسودان) ইসলামী ফিকহ একাডেমি, সুদান

১৪১৯ হি: তে এই একাডেমি অস্তিত্ব লাভ করে। চল্লিশ জন বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহদের নিয়ে এর কমিটি গঠিত হয়। তাদের সকলেই সুদান প্রজাতন্ত্রের হয়ে থাকেন। সুদানের বাইরের ফিকহী ও গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে এর একটি উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। ১৪২২ হি: তে তার প্রথম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সংস্থা থেকে ফিকহী গবেষণা ও তার গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্বলিত বাৎসরিক সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ১৪২২ হি: তে এ সাময়িকীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

৮. (رابطة علماء المغرب) রাবিতাতু উলামাইল মাগরিব

এটি মরক্কোর সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা। এটি সমসাময়িক মাসআলা-মাসায়িল নিয়ে গবেষণা করে থাকে। এটি রিবাত নামক শহরে অবস্থিত। এখান থেকে "মাজাললাতুর রিবাত" নামক একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়।

৯. (قطاع الإفتاء و البحوث الشرعية في الكويت) ইফতা ও শরয়ী গবেষণা বিভাগ, কুয়েত
এটি কুয়েতের ওয়াকফ ও ধর্ম মন্ত্রাণালয়ের আওতাধীন একটি সংস্থা । এখান থেকে তিন ভলিউমে মাজমুআতুল ফাতাওয়াশ শারইয়্যাহ নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১০. (المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث) ইউরোপীয় ইফতা ও গবেষণা সংস্থা
এটি একটি স্বনির্ভর বিশেষ ইলমী সংস্থা। তার কার্যালয় আয়ারলেন্ডে অবস্থিত। ১৪১৭ হি: তে ইউরোপীয় মুসলিম ঐক্য সংস্থাসমূহের আহ্বানে লন্ডনে তার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল- ইউরোপীয় উলামায়ে কেরামের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরী করা। ফিকহী বিষয়ে সকলে একমত হয়ে কাজ করা এবং ইউরেপীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানদের দীনী প্রয়োজন পূরণে সম্মিলিত ফাত্ওয়া প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক ও জটিল সমস্যাসমূহের শরয়ী সমাধান প্রদান করা এবং গবেষণা মূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা।

১১. (مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا) মাজমাউ ফুকাহাইশ শরীয়াহ, আমেরিকা
এটি একটি ইলমী সংগঠন। যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে- আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানদের জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্যাসমূহের শরয়ী সমাধান প্রদান করা।

এ সকল সংস্থা ও সংগঠনসমূহের পাশাপাশি আরো অনেক সংস্থা ও সংগঠন গড়ে ওঠেছে। যা সম্মিলিত ইজতিহাদের বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এদের মাঝে অনেকগুলো ইতোমধ্যে জাগতিক দিক থেকে অনেক সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বিশেষ করে আধুনিক লেনদেন ও তার শরয়ী রূপরেখা নিয়ে গবেষণা করার জন্য বিভিন্ন আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তারা তাদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশ করছে।

সম্মিলিত ইজতিহাদকে আরো বেগবান করতে ফিকহী সংস্থাসমূহের ভূমিকা
এ সকল সংস্থা ও সংগঠনসমূহকে সাম্প্রতিক সম্মিলিত ইজতিহাদের রূপকার বলা চলে। এদের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো مجمع البحوث الإسلامي في الأزهر (মাজামাউল বুহুসিল ইসলামী, জামিআ আযহার (মিসর), هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (হাইআতু কিবারিল উলামা ফিল মামলাকাতিল আরাবিয়্যাহ আসসাউদিয়্যাহ), المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة (আল মাজমাউল ফিকহী আল ইসলামী, মক্কা মুকার্‌রমা। যা রাবেতাতুল আলম আল-ইসলামী এর একটি অঙ্গ সংগঠন), مجمع الفقه الإسلامي الدولي, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী আদ দুআলী।

পূর্বের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ সকল সংস্থা ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল-মুসলিম জাতির দৈনন্দিন জীবনের আধুনিক

সমস্যাসমূহের শরয়ী সমাধান প্রদান করতে সম্মিলিত ইজতিহাদের রূপরেখা নিয়ে গবেষণা করা। এসকল সংস্থাসমূহের কার্যকরী ভূমিকার ফলশ্রুতিতে শুধুমাত্র যে সম্মিলিত ইজতিহাদের বাস্তবায়ন হয়েছে এমন নয়; বরং এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয় ও পরিভাষায় রূপ নিয়েছে এবং এর ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। যার ভিত্তি হলো- বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞ ও পারদর্শী যুগশ্রেষ্ঠ আলিমগণের গভীর গবেষণা ও মজবুত দলীল প্রমাণ। আর যার অবস্থান সন্দেহ-সংশয় থেকে অনেক দূরে।

আলহামদুলিল্লাহ! এই সকল সংস্থা ও সংগঠনসমূহ শরীয়তের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে ঠিক রেখে উম্মতের প্রয়োজন পূরণার্থে তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণ গবেষণা, আধুনিক ও জটিল সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান, বিবৃতি ও সিদ্ধান্তাবলী উপহার দিয়েছে, ফিকহী মাযহাবসমূহের অনুকরণ যাকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে । এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন মাযহাবের প্রতি জড়তা বা উপেক্ষা কোনটিই করা হয়নি। তবে এ কথা ভাবা ঠিক হবে না যে, ঐ সকল সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ও গৃহীত সিদ্ধান্তাবলীই হল সম্মিলিত ইজতিহাদের শ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত রূপ; এতে নতুন করে পর্যালোচনার আর কোন সুযোগই নেই! কেননা মানব প্রকৃতিকে দুর্বল ও অপূর্ণ করেই সৃজন করা হয়েছে। তাই ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়াটা অসম্ভব কোন বিষয় নয়। তাই বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ফকীহজনদের সেখানে পুণঃবিবেচনার অধিকার রয়েছে।

প্রচলিত ফিকহী সংস্থাসমূহকে যদিও ফিকহী সংস্থা নামে নামকরণ করা হয়েছে; কিন্তু কর্মচর্চার দিক থেকে তার পরিধি শুধুমাত্র ফিকহী মাসায়েলের উপরই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং দীনের শাখাগত অন্যান্য বিষয়ও এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

উপসংহার
আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, কোন শরয়ী বিধান আহরণের উদ্দেশ্যে একদল বিজ্ঞ ফিকহশাস্ত্রবিদগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যায় করাকে আল-ইজতিহাদুল জামায়ী বা সম্মিলিত ইজতিহাদ বলে। সম্মিলিত ইজতিহাদ ও ফাত্ওয়ার মাঝে সম্পর্ক হলো মাধ্যম ও ফলাফলের সম্পর্ক। সম্মিলিত ইজতিহাদ হচ্ছে অসীলা বা মাধ্যম এবং ফাত্ওয়া হচ্ছে- তার ফলাফল। চিন্তাশীল বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম কর্তৃক সম্মিলিত ইজতিহাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং ইতোমধ্যে তা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ সকল সংস্থাসমূহ সম্মিলিত ইজতিহাদ-এর রূপরেখা তৈরি, তার বাস্তব রূপদান ও চর্চার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছে।